APR. 19 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬...

কমিশনারের নির্দেশ কার্যকর হয়নি
গুরু পাপে লঘু দণ্ড দুই দারোগার

হারুন উর রশীদ ॥ রিমান্ডে উত্তরা থানায় নিয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থী আকরামকে নির্যাতনের ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছেন পুলিশের কয়েকজন কর্মকর্তা। বৃহস্পতিবার ঘটনার মূল হোতা উত্তরা থানার দুই দারোগাকে শুধু ক্লোজ করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কমিশনার শরিফুলকে সাসপেন্ড এবং আজাদকে ক্লোজ করতে বলেছিলেন বলে সূত্র জানায়। গুরুপাপে এই লঘুদণ্ড ইতোমধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলতে চাচ্ছেন আকরামের রিমান্ড মঞ্জুর না হলেও আদালতের কর্মচারীদের ভুলে তাকে রিমান্ডে পাঠানো হয়েছে। উত্তরা থানা পুলিশ ওই ভুলের শিকার হয়েছে। পুলিশ জানায়, আকরামসহ ৫ জনের ব্যাপারেই জিআরও (উত্তর) কাস্টডি ওয়ারেন্ট দিয়েছে লঘুদণ্ড ঃ পৃঃ ২ কঃ ২

লঘু দণ্ড ঃ গুরু পাপে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সেই ভিত্তিতেই তাদের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। আদালত সূত্র জানায়, কাস্টডি ওয়ারেন্ট প্রত্যেক আসামির বিরুদ্ধেই জারি হয়। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব হচ্ছে আদালতের আদেশের কপি দেখে রিমান্ডের আসামিদের রিমান্ডে নেয়া এবং জেলহাজতের আসামিদের জেলহাজতে পাঠানো। এক্ষেত্রে আইও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন।

গতকাল ডিসি উত্তর ফারুক আহমেদসহ উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা এই ঘটনা তদন্তে উত্তরা থানায় যান। তারা প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্তে আসেন যে, ঘটনাটি ভুলক্রমে হয়েছে। এ কারণে এসআই শরিফুল ইসলাম ও এসআই আবুল কালাম আজাদকে শুধু থানা থেকে ক্লোজ করে ডিএমপি সদর দপ্তরে নিয়ে যান।

ঘটনা তদন্তে উত্তরা জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার মঞ্জুর মোরশেদের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। অন্যদিকে রিমান্ডের নামে আকরামকে উত্তরা থানায় বাদুরঝোলা করে পিটানোর ঘটনা পুলিশ বেমালুম চেপে যাচ্ছে। গতকাল উত্তরা থানায় সেকেন্ড অফিসার জানান, তাকে থানায় পিটানো হয়নি। একাধিক সূত্র জানায় এবং আকরামের পরিবার গতকালও অভিযোগ করেছে, আকরামকে বাদুরঝোলা করে পিটানোর ঘটনা উত্তরা থানার ওসির উপস্থিতিতেই ঘটেছে। তিনি এখন নিজেকে বাঁচানোর জন্য পিটানোর ঘটনা অস্বীকার করছেন। তার পরিবার দাবি করেছে "আকরামকে ডাক্তারি পরীক্ষা করালেই নির্যাতনের প্রমাণ মিলবে।

বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা ইতোমধ্যেই এই বর্বরোচিত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পরিচালক (তদন্ত) এলিনা খান গতরাতে জানান, প্রাথমিক তদন্তে আকরামকে নির্যাতন ও পুলিশের ঘুস গ্রহণের তথ্য পাওয়া গেছে।

অন্যদিকে গতরাতে ডিসি (উত্তর) ফারুক আহমেদ 'সংবাদ'কে জানান, দায়টি কোর্ট পুলিশের। তারা ৫ জনের কাস্টডি ওয়ারেন্ট দেয়ায় উত্তরা থানা পুলিশ আকরামসহ ৫ জনকেই ২ দিনের রিমান্ডে নেয়। তিনি বলেন, আকরামকে নির্যাতন ও ঘুস আদায়ের সত্যতা মেলেনি। অন্যদিকে আদালতের আদেশের কপি পুলিশকে দেয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি হ্যাঁ সূচক জবাব দেন। উল্লেখ্য, আদেশের কপিতে আকরামের রিমান্ড না মঞ্জুরের কথা লেখা ছিল। কাস্টডি ওয়ারেন্টে এসব কিছু লেখা থাকে না। এ ব্যাপারে গতকাল সংশ্লিষ্ট কোর্ট জিআরও দেলোয়ার হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে ডিএমপির একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, এসআই শরিফুল ইসলামের আগের রেকর্ডও খুব খারাপ। তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও লোকজনের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ আছে। তিনি বলেন, গতকাল সকালেই ডিএমপির কমিশনার শরিফুলকে সাসপেন্ড এবং আজাদকে ক্লোজ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু শরিফুলকে সাসপেন্ড করা হয়নি শুধু ক্লোজ করা হয়েছে শুনে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন।

দুই দারোগা আগে থেকেই আকরামের চাচা আলী আমজাদ খানের কাছে ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিল। আমজাদ খানের উত্তরায় ব্যবসা রয়েছে। কিন্তু সে চাঁদা না দেয়ায় ওই দুই দারোগা সুযোগ খুঁজতে থাকে। আকরামকে গ্রেফতারের পর তার বিরুদ্ধে তারা ২টি মামলা দেয় একটি অস্ত্র আইনে এবং অন্যটি ডাকাতি মামলা। ১৪ বছর বয়স এসএসসি পরীক্ষার্থী আকরাম কিভাবে অস্ত্রবাজ ও ডাকাত হবে তা প্রশ্নসাপেক্ষ।